দৈনিক ইনকিলাব

14 NOV 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এসএসসি পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে ইচ্ছেমত অর্থ আদায়

ফারুক হোসাইন

নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে রাজধানীর বেসরকারি বিদ্যালয়গুলো এসএসসি পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে পরীক্ষার ফি ইচ্ছেমত অর্থ আদায় করা হচ্ছে। শিক্ষা বোর্ডে বিভাগ ভেদে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা আদায়ের নির্দেশনা থাকলেও বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানেই তা মানা হচ্ছে না। এক প্রতিষ্ঠানের ফি'র সাথে অন্য প্রতিষ্ঠানের ফি'র কোন সামঞ্জস্যতা নেই। অতিরিক্ত ক্লাস নেওয়া, মডেল টেস্ট, জামানত, বিদায় অনুষ্ঠান, মিলাদ মাহফিলসহ নানা অজুহাত ও খাত দেখিয়ে আদায় করা হচ্ছে হাজার হাজার টাকা। বিগত বছরগুলোর মত এবারও কোন প্রতিকার আসছে না এই অনিয়মে। এই অনিয়মের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় পরীক্ষার সময় অতিরিক্ত অর্থ আদায় রীতিতে পরিণত হয়েছে বলে অভিযোগ অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের।

অতিরিক্ত ক্লাস নেওয়া, মডেল টেস্ট, জামানত, বিদায় অনুষ্ঠানসহ নানা অজুহাত ও খাত দেখিয়ে মাথাপিছু হাজার হাজার টাকা আদায় করছে বেসরকারী বিদ্যালয়গুলো

রাজধানীর বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বিগত বছরগুলোর মত এবারও এসএসসি পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে পরীক্ষার ফি বাবদ অতিরিক্ত অর্থ আদায় করছে। ঢাকা শিক্ষা বোর্ড বিভাগভেদে পরীক্ষার ফি এক হাজার ১০০ থেকে এক হাজার ২০০ টাকা নির্ধারণ করলেও এসব প্রতিষ্ঠান চার থেকে নয় হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফেল করা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে জামানত বাবদ ২০ থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অজুহাত হিসেবে এসব স্কুল জুন পর্যন্ত বেতন এবং অতিরিক্ত ক্লাস নেওয়ার কথা উল্লেখ করছে। কিন্তু ওই টাকা হিসাবে ধরলেও বেশির ভাগ স্কুল বোর্ডের নির্ধারিত ফির চেয়ে কয়েক গুণ অর্থ আদায় করছে। তবে সরকারি স্কুলগুলো বোর্ডের নিয়মেই ফি নিচ্ছে। অতিরিক্ত ফি আদায়ে শীর্ষে রয়েছে রাজধানীর নামিদামি সব স্কুলগুলো। এবছর সবচেয়ে বেশি ফি আদায় করছে রাজধানীর উত্তরায় অবস্থিত মাইলস্টোন স্কুল। তারা বিজ্ঞান বিভাগের একজন পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে ১১ হাজার ৪৯০আদায় করেছে। এছাড়াও রাজধানীর উত্তরা, কদমতলি, পুরান ঢাকার বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হচ্ছে। রাজধানীর মিরপুরে অবস্থিত মনিপুর উচ্চবিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে আট হাজার ৩০০ ও বাণিজ্য বিভাগের জন্য আট হাজার ৫৫০ টাকা আদায় করছে। সরকার-নির্ধারিত এক হাজার ২০০ টাকা ফির বাইরে অতিরিক্ত ফি নেওয়ার কারণ হিসেবে স্কুল পরিচালনা কমিটি শিক্ষার্থীদের জন্য মিলাদ, বিদায় সংবর্ধনা, মডেল টেস্ট নেওয়ার কথা উল্লেখ করেছে। মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে আদায় করা হচ্ছে পাঁচ হাজার ২০০ টাকা। ভিকারুননিসা নূন স্কুল নিচ্ছে তিন

পৃঃ ৫ ক ৪

এসএসসি পরীক্ষার্থীদের কাছ

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

হাজার ৩৭০ টাকা। উত্তরা হাই স্কুল নিচ্ছে ৮ হাজার টাকার বেশি। কোচিং বাবদ ২৮৫০ টাকা কোন রশিদ ছাড়া নেওয়া হচ্ছে। আর ৬ হাজার টাকা নিচ্ছেন রশিদ দিয়ে। আজিমপুরে অবস্থিত নিউ পল্টন লাইন স্কুলে ফি বাবদ নেওয়া হচ্ছে ৬ হাজার ৮৫০ টাকা। এর মধ্যে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসের ফি নেওয়া হচ্ছে। অথচ এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ফেব্রুয়ারি মাসে। এছাড়া কোচিং ফি বাবদ আদায় করা হচ্ছে ২ হাজার টাকা। কিন্তু এই টাকার কোন রসিদ দেওয়া হচ্ছে না। উত্তরার মাইলস্টোন স্কুলে এবার এসএসসি পরীক্ষার ফি বাবদ শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি ফি আদায় করছে। তারা বিজ্ঞান বিভাগের একজন পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে ১১ হাজার ৪৯০আদায় করেছে।

রাজধানীর কদমতলিতে অবস্থিত সমিরুন্নেছা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, আশরাফ মাস্টার উচ্চ বিদ্যালয়, মুরাদপুর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, শ্যামপুর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়েও এবছর বিভিন্ন খাত দেখিয়ে অতিরিক্ত অর্থ আদায়সহ বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ ওঠেছে। সমিরুন্নেছা স্কুল সূত্রে জানা যায়, এই প্রতিষ্ঠানে এসএসসি পরীক্ষার ফি বাবদ ৭ হাজার টাকা আদায় করা হচ্ছে। নির্বাচনী পরীক্ষায় পাসকরা শিক্ষার্থী এবং ফেল করা সকলকেই পৃথগ্ভাবে পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। আর ক্ষেত্রে বেছে নেওয়া হচ্ছে এক অভিনব পন্থা। জানা যায়, এখানে ফেল করা পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে ২০ থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত জামানত আদায় করা হচ্ছে। চার বিষয়ে ফেল করা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ৫০ হাজার, তিন বিষয়ে ফেল করা শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ৩০ হাজার এবং এক-দুই বিষয়ে ফেল করাদের কাছ থেকে ২০ হাজার টাকা জামানত নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করা হয়। নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক অভিভাবক বলেন, ফেল করা শিক্ষার্থীদের বলা হচ্ছে জামানত বাবদ টাকা দিতে হবে। পাস করতে পারলে অর্থ দেওয়া হবে। আর পাস করতে না পারলে টাকা ফেরত পাবে না। কিন্তু এই টাকা আদায়ের সময় কোন ধরণের রশিদও দেওয়া হচ্ছে না বলে তিনি অভিযোগ করেন।

এছাড়া আশরাফ মাস্টার উচ্চ বিদ্যালয়, মুরাদপুর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, শ্যামপুর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে একই পদ্ধতিতে ২০ হাজার থেকে ৩০ হাজার টাকা করে আদায় করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। পুরান ঢাকার আরমানিটোলা উচ্চ বিদ্যালয়েও পরীক্ষার ফি বাবদ অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হচ্ছে। এই প্রতিষ্ঠানে কোচিং ফি বাবদ ২ হাজার টাকা আদায় করা হচ্ছে বলে এক শিক্ষার্থী অভিযোগ করেন।

অভিযোগ রয়েছে নামী-দামি কিংবা তুলনামূলক ভালো মানের স্কুলের পরিচালনা কমিটির প্রধান হিসেবে প্রভাবশালী এমপিরা জড়িত থাকায় অভিযোগ উঠলেও ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। অভিযোগ রয়েছে এমপিদের দলীয় কিছু লোককে তত্ত্বাবধানে দিয়ে বিভিন্ন স্কুল থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হচ্ছে।

আজিমপুর নিউ পল্টন লাইন স্কুলের এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক বলেন, স্কুলে ৬ হাজার ৮৫০ টাকা ফি নেওয়া হচ্ছে। কোচিং ফি বাবদ ২ হাজার টাকা নেওয়া হচ্ছে কিন্তু এর জন্য কোন রসিদ দেওয়া হচ্ছে না। এছাড়া নতুন বছরের তিন মাসের চার্জ নেওয়া হচ্ছে। অথচ পরীক্ষা শুরু হবে ফেব্রুয়ারি মাসে।

এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক অভিযোগ করে বলেন, প্রতি বছর পরীক্ষার সময় অতিরিক্ত ফি আদায় করে কিন্তু সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না।

সমিরুন্নেছা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৈয়দা হোসনে জাহান বলেন, আমরা পরীক্ষার ফি বাবদ ৬ হাজার ৯০০ টাকা নিচ্ছি। এর মধ্যে বোর্ড নির্ধারিত ফি রয়েছে। এছাড়া নতুন বছরের তিন মাসের সেশন চার্জ, কোচিং ফি রয়েছে। জামানত আদায়ের বিষয়ে তিনি বলেন, ফেল করা শিক্ষার্থী এবং পুনঃতরঙ্গ তাদের পরীক্ষা দিতে অনুমতি দেওয়ার জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে সুপারিশ করছে, বিরক্ত করছে। তাই তাদের বিরত রাখতেই এই কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। এই পদ্ধতি গ্রহণের পর থেকে আর কেউ আসছে না।

মুরাদপুর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ হারুন অর রশিদ বলেন, সেশন ফি, কোচিং ফি, ল্যাব ফি সহ সব মিলিয়ে ৭ হাজার ৩০ টাকা নেওয়া হচ্ছে। তবে তার প্রতিষ্ঠানে জামানত বাবদ কোন টাকা নেওয়া হয় না বলে তিনি জানান।

জানতে চাইলে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ফাহিমা খাতুন বলেন, অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যেসব স্কুলের ব্যাপারে এই অভিযোগ এসেছে তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আইডিয়াল স্কুলের অধ্যক্ষ শাহান আরা বেগম বলেন, তাদের স্কুল ছুটির পরও অতিরিক্ত ক্লাস শুরু হয়। এজন্য অতিরিক্ত টাকা নেওয়া হয়।

ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিস সূত্রে জানা যায়, স্কুলগুলো পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপনসহ অন্যান্য দায়িত্ব পালনের জন্য বোর্ড থেকে অতিরিক্ত অর্থ পায়। তারা শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফি বাবদ এক হাজার ১০০ থেকে এক হাজার ২০০ টাকা বোর্ডের কাছে জমা দিচ্ছে। ঢাকা শিক্ষা বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, এ বছর রাজধানীর ৫০০টি উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষার্থীরা এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেবে। পরীক্ষার ফি গ্রহণ শেষ হবে ১৫ নভেম্বর আর পরীক্ষা শুরু হবে ফেব্রুয়ারি থেকে।

অতিরিক্ত ফি গ্রহণের প্রতিবাদ

এদিকে এসএসসি পরীক্ষার অতিরিক্ত ফি আদায়ের প্রতিবাদ জানিয়েছে ছাত্র ইউনিয়ন। সংগঠনটির উদ্যোগে গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে ফরম বাণিজ্যের প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রদর্শনীতে অর্থনৈতিক সক্ষমতাই যে শিক্ষার অধিকার প্রাপ্ত হওয়ার প্রধান মানদণ্ড তা প্রকাশিত হয়েছে। প্রদর্শনী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি এস এম ওত, সাংগঠনিক সম্পাদক মঞ্জুর মঈন, সহ-সভাপতি আরিফুল ইসলাম নাদিম, নগর সংসদের সভাপতি জিলানী ওত প্রমুখ।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, এসএসসি পরীক্ষায় ফরম পূরণের ফি'র নামে বোর্ড নির্ধারিত ফি সর্বসাকুল্যে প্রায় ১৩০০ টাকা। অথচ স্কুলভেদে পাঁচ হাজার টাকা থেকে দশ হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করা হচ্ছে। নানান খাত দেখিয়ে আদায়কৃত এই অবৈধ বর্ধিত ফি'র কবল থেকে মুক্তি পাচ্ছে না শিক্ষার্থীরা। এমনকি সরকারি স্কুলে চলছে বেসরকারি খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ আদায়। আর প্রশাসন বরাবরের মত নিরব দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এমনকি কোচিং ব্যবসা বন্ধ করার কথা বলে কোচিং-এর বেতন হার নির্ধারণ করে তাতে বৈধতা দেয়া হয়েছে। তারা অবিলম্বে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বর্ধিত নিবন্ধন ফি প্রত্যাহার, ভর্তি বাণিজ্য বন্ধের দাবি জানায়।